গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।

লিবিয়ায় অপহরণ; মুক্তিপেতে ১২লাখ টাকা লেনদেন বাংলাদেশে!

লিবিয়ায় কাজ করতে গিয়ে অপহরণের শিকার ঝিনাইদহ ও যশোরের দুই যুবক মোটা অংকের টাকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। পাঁচদিন আটকে রেখে লিবিয়ার মাফিয়া চক্রটি দুই পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ১২ লাখ টাকা। বাংলাদেশের দুইটি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রশিদ দেখানোর পর ফেরদৌস ও আলী হোসেন নামে দুই বাংলাদেশী যুবককে মুক্তি দেওয়া হয়।

পরিবার দুইটির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ১৯ এপ্রিল লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল শহর মিসরাতা থেকে যশোরের পলুয়া গ্রামের ফেরদৌস ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার রিশখালী গ্রামের আলী হোসেনকে অপহরণ করে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। এই গ্রুপে লিবিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরাও অংশ নেয়।

অপহরণের পর ওই দুই যুবককে লিবিয়ার উত্তর-পর্বাঞ্চল শহর বেনগাজিতে

আনা হয়। তাদের সঙ্গে আরো অন্তত ২০ বাংলাদেশী অপহৃত শ্রমিক ছিল। সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ না দিলে সবাইকে হত্যা করা হবে বলে হুমকী দিয়ে তাদের পরিবারের কাছে বার্তা পাঠায়।

হরিণাকুন্ডু উপজেলার রিশখালী গ্রামের চাঁদ আলী জানান, তার ছেলে অপহরণের পর লিবিয়া থেকে +২১৮৯২৭৬২১৪৮৬ নাম্বারের ইমো ব্যাবহার করে তার ছেলে আলী হোসেনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেওয়া হয়। ছেলে কান্না জড়িত কন্ঠে জানায় টাকা না দিলে তাকে হত্যা করা হবে। অপহরণের দিনই লিবিয়া থেকে ৪ লাখ টাকা প্রদান করে।

চাঁদ আলী সন্তানের আকুতি দেখে জমি বিক্রি করে গত ২৪ এপ্রিল ইসলামী ব্যাংক ডাকবাংলা শাখা থেকে চার লাখ টাকা অপহারণকারীদের দেওয়া ২০৫০৭৭৭০২৮৬৫১৪৩১৭ নাম্বারের ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার একাউন্টে পাঠান।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, একাউন্টটি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার জাঙ্গালিয়া বাজারে ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের। একাউন্টটি মোছা রুকসানার নামে পরিচালিত হয়। লিবিয়ায় মাফিয়া চক্রের সাথে রুকসানার ভাই জড়িত বলে সন্দেহ করছে ভুক্তভোগীর পরিবার। তবে রুখসানার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, লিবিয়ায় তার ভাই থাকে। ভাইয়ের নাম জিজ্ঞাসা করতেই লাইন কেটে দেন।

এদিকে যশোরের পলুয়া গ্রামের সালমা খাতুন নামে এক নারী গত ২৪ এপ্রিল ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক ঝিকরগাছা উপজেলার ছুটিপুর বাজার শাখা থেকে চার লাখ টাকা অপহারণকারীদের দেওয়া ২০৫০২৬৩০১০০১৮২১১০ নাম্বারের একাউন্টে পাঠানো হয়। হরিণাকুন্ডুর রিশখালী গ্রামের আলীর সঙ্গে সালমা খাতুনের ছেলে ফেরদৌস অপহৃত হয়েছিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যশোরের চৌগাছা উপজেলার ছুটিপুর বাজারের ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকের শাখা থেকে নগদ অর্থ নড়াইলের রূপগঞ্জ বাজারস্থ ২০৫০২৬৩০১০০১৮২১১০ নাম্বারের ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকে পাঠানো হয়। এই একাউন্টটি পরিচালানা করেন মরিয়ম ট্রেডার্সের মালিক জুল হুসাইন। যার লেদদেন আইডি ৫১২৫০৪২৪০০০১৯১৪৩।

ইসলামী ব্যাংক রূপগঞ্জ বাজার শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার হুমায়ন কবীর বুধবার জানান, গত ২৪ এপ্রিল মরিয়ম ট্রেডার্সের মালিক জুল হুসাইনের একাউন্টে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬০০ টাকা পাঠানো হয়েছে। তবে কি উদ্দেশ্যে বা কারা পাঠিয়েছেন তা তিনি জানেন না।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, লিবিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কতিপয় বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত সেদেশের মাফিয়া চক্রের সহায়তায় শ্রমিকদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করছে। লিবিয়ায় অপহরণ হলেও মুক্তিপণের বেশির ভাগ টাকা লেনদেন হচ্ছে বাংলাদেশে। ভুক্তভোগীরা বলছেন, পুলিশ তৎপর হলেই লিবিয়ায় অবস্থানরত এদেশীয় দুর্বৃত্তদের সহজেই সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া জানান, এ ধরণের খবর পাওয়ার পর ভুক্তভোগী পারিবারের বক্তব্য জানতে পুলিশ পাঠানো হয়। ভুক্তভোগীরা যে সব একাউন্টে টাকা দিয়েছে ইচ্ছা করলে তারা মামলা করতে পারেন। মামলা হলে তদন্ত করে পুলিশ এদেশীয় এজেন্টদের খুজে বের করতে পারবে।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুক্তির দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন

জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফসহ দলটির কেন্দ্রীয় ৫ নেতা হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রওশন আলীর ছেলে আমির হামজা। এছাড়া এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে রওশন আলীর মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী এক জনসভা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা হামলা

চালায়। ঘটনাস্থলে নিহত হন জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন ও সমশের মণ্ডল।

ঘটনার দিনই পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের সাড়ে ৫ বছর পর ২০০৪ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ আসামির ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আপিলের পর ২০০৮ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট রওশন আলীসহ ৯ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে এবং একজনকে খালাস দেয়। এছাড়া ১২ জনের সাজা মওকুফ করা হয়।

এসময় মামলার এজাহারভুক্ত ১৯ নং আসামি রওশন আলী পলাতক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট রাজশাহী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে তৎকালীন কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলীকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

মুজিবনগরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তির কামনায় ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তির কামনায় ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামবাসির (২ নং ওয়ার্ড বিএনপি) আয়োজনে, ভবেরপাড়া ঈদগাঁহ ময়দানে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা মহাম্মদ বায়েজিদের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মোল্লা।

উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহিম মল্লিক, সাবেক মেম্বার ইউনুস আলী বগা মোল্লা, জাহান আলী, বিল্লাল বিশ্বাস, মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, আব্দুল শাহ, আকবর আলী, ইউনুস শাহসহ ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি,র নেতা কর্মী বৃন্দ।

আলোচনা শেষে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তির কামনায় দোয় অনুষ্ঠিত হয়।

পুষ্পা ২: দ্য রুল মুক্তির একদিন বাকি, তবে কি পুষ্পা ৩ আসছে?

পুষ্পা ২: দ্য রুল মুক্তির আর মাত্র একদিন বাকি। ৫ ডিসেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা, যার জন্য সারা বিশ্বের ভক্তরা শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষায় রয়েছেন। ছবিটির বিশাল বাজেট ইতোমধ্যেই প্রায় উঠে গেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১,২০০ কোটির মধ্যে ১,০৮৫ কোটি ইতোমধ্যে আয় করা হয়েছে (থিয়েট্রিকাল রাইটস বিক্রি থেকে ৬৪০ কোটি এবং ডিজিটাল রাইটস বিক্রি থেকে ২৭৫ কোটি)। এমন পরিস্থিতিতে, আল্লু অর্জুন ও রাশমিকা মান্দান্না অভিনীত এই ছবির জন্য বাকিটা আয় করা কোনো কঠিন কাজ হবে না।

তবে, সম্প্রতি একটি তথ্য ফাঁস হওয়ার পর ইন্টারনেটে শুরু হয়েছে নতুন গুঞ্জন। #Pushpa3TheRampage ট্রেন্ডিংয়ে উঠে এসেছে এবং তার পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ কারণ। ফ্র্যাঞ্চাইজির সাউন্ড ডিজাইনার রেসুল পুকুট্টি একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে সাউন্ড টিমের সদস্যরা একটি মিক্সিং বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা গেছে একটি পোস্টার, যেখানে লেখা ছিল Pushpa 3: The Rampage। এটি বুঝতে পেরে তিনি পোস্টটি দ্রুত মুছে ফেলেন, তবে এর মধ্যেই এটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেকে এটিকে পুষ্পা ২: দ্য রুল-এর প্রচারের একটি কৌশল বলে মনে করলেও, ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে পুষ্পা ৩ নিশ্চিত। এর পেছনে যুক্তি হলো, ২০২২ সালে বিজয় দেবরাকোন্ডার করা একটি টুইট। তিনি

পরিচালক সুকুমারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন, "জন্মদিনের শুভেচ্ছা @aryasukku স্যার – আপনার সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করি! আপনার সাথে সিনেমা শুরু করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না ২০২১ – দ্য রাইজ। ২০২২ – দ্য রুল। ২০২৩ – দ্য র্যাম্পেজ।"

এই টুইট শুধু দ্য র্যাম্পেজ-এর সত্যতা প্রমাণ করে না, বরং আরেকটি প্রশ্নও তোলে – তবে কি পুষ্পা ৩-এ খল চরিত্রে থাকবেন বিজয় দেবরাকোন্ডা?

ঝিনাইদহে মিন্টু'র মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম, কেসি কলেজ থিয়েটার, সচেতন নারী সমাজ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, নবগঙ্গা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, জাগরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক দীপ্তি রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শান্ত জোয়ার্দ্দার, হাসিবুর রহমান শিপন, পৌর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানাজ পারভীন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক অমিয় মজুমদার অপু, জাতীয় মহিলা সংস্থার সমস্য নাজমা সাজেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম

মিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দাবী করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানান।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যা ঘটনার দায়েরকৃত অপহরণ মামলায় গত ১১ জুন সাইদুল করিম মিন্টুকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

ঝিনাইদহে জেলা আ.লীগের সাধা: সম্পাদক মিন্টুর মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

এমপি আনার হত্যা মামলায় গ্রেফতার ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবিতে গান্না ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এ কর্মসুচির আয়োজন করে। কর্মসুচিতে ইউনিয়নের শতশত নারি পুরুষ যোগদান করেন।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তৃতা করেন গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন বিশ^◌াস, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল হোসেন মনি, আব্দুল খালেক, শাহাদৎ হোসেন, আলমগীর হোসেন, আমীর হোসেন আমু, মহসিন আলী, ওমর আলী সোহাগ প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, এমপি আনার হত্যার ঘটনায় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নামে মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও হয়রানি মুলক মামলা দেওয়া হয়েছে। তাকে অবিলম্বে নি:শর্ত মুক্তি দিতে হবে। তা না হলে আরো বড় ধরণের আন্দোলনের কর্মসুচি ঘোষনা করা হবে বলে বক্তারা জানান।